চলচ্চিত্রের অপর স্বর -- কল্পনা

সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়

বাঙালী ইতিহাসবিরহিত বঙ্কিমচন্দ্রের অনুসরণে সহজেই বলা যায়, কিন্তু চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে তা যত সত্য অন্য শিল্প মাধ্যমের ক্ষেত্রে বা জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে হয়ত ততটা সত্য নয়। আসলে চলচ্চিত্রকে সামান্য বিনোদন বা লঘু তামাশার অতিরিক্ত আর আমরা কিছু ভাবতে পারি নি। একথা না মেনে উপায় নেই চলচ্চিত্র কোন শিল্প মাধ্যম হিসাবে জন্মায় নি, উনিশ শতকের শেষ দিকে যখন তার আবির্ভাব তখন থেকেই সে হয় 'বিজ্ঞানের বিষয়' নয় বাস্তবের নকলনবিশ; সোজা কথায় গণতান্ত্রিক সমাজের আদর্শ পোপজীবিনীর ভূমিকায় অভিনয় করতে করতে ছায়াছবি নিজেও ভুলে গিয়েছিল শুধুমাত্র পাঠকের সঙ্গে আরব্যরজনীর ঐতিহ্য অনুসরণ করে রাজকুমারীর মত কাহিনী বুনে যাওয়া তার কাজ নয়। হলিউডের দাপটে আমরা ক্রমশই ভুলতে বসেছি যে চলমান চিত্রকলার একমাত্র কাজ গল্পবলা নয়, এমন কি হয়তো অন্যতম প্রধান কাজও নয়। গোদার যখন বলেন -- The American's are very good at telling stories, we French are not -- তখন এই আত্মপক্ষের বিবৃতি অত্যন্ত কণ শোনায়।

আসলে এরকমতো হওয়ার কথা ছিল না। নিম্নবর্গীয় জনসাধারনের তাৎক্ষনিক বিনোদনের মাত্রা ছাড়িয়ে চলচ্চিত্রকে তার প্রাপ্য শুদ্ধতা দেওয়ার জন্য গত শতাব্দীর শু তেকেই নানারকম প্রচেষ্টা হয়। যেমন, ফরাসী আভাঁ-গার্দ ও পরাবাস্তববাদী ঐদিহ্যে চলচ্চিত্রের কাহিনীগত প্রবহমানবতাকে অস্বীকার করে এক স্বপ্ন ও চিত্রের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার এক সচেতন প্রয়াস লক্ষ করা গেছিল। এমন কি চলচ্চিত্রের বহুকথিত স্বচ্ছতা ধর্মের বিপক্ষে স্থাপন করা হয়েছিল যন্ত্রনার বিমূর্ততা। আমরা এ প্রসঙ্গে পুনুয়েলদালির আঁা শিয়েন আন্দালু বা জোয়ান অব্ আর্ক-এর প্যাশন জাতীয় অভিজ্ঞতা গুলোর সান্নিধ্য কামনা করতে পারি।

এমনকি শদেশে যখন আইজেনস্টাইন যুদ্ধ জাহাজ পটেমকিন করেন তখন তখন তা মোটেও উনিশ শতকীয় ডিকেল রীতির কথামালা হয়ে দাঁড়ায় না, বরং তাকে মনে হয় মনীবার জ্যান্ত কাবাসনা। আশর্চ্য কি ইউলিসিস রচয়িতা তাঁর নিজের উপন্যাসের চিত্রয়াণের জন্য আইজেনস্টাইন কেই যথার্থ অধিকারী ভাববেন। সংক্ষেপে বলতে চাই যে চলচ্চিত্রের মধ্যেও পরিপাটি গল্পবলার অতিরিক্ত কয়েকটি স্বভাব লক্ষ করা গেছিল, না হলে আমরা আর আইজেনস্টাইন, ককতো, বুনুয়েল বা ফ্রিৎজ লান দের ইতিহাসকে অবিস্মরণীয় ভাববো কেন?

এই এরই কারণে ভারতীয় চলচ্চিত্রে উদয় শঙ্করের জন্য একটি পৃথক সিংহাসন সংরক্ষিত থাকতে পারে। এই জন্য নয় যে এই নৃত্যমোদীর দেশে তিনি সম্পূর্ণ একটি নৃত্যভিত্তিক ছবি নির্মান করেছিলেন বরং আরো বেশি করে এই জন্য যে উদয়শঙ্করই ভারতীয় চলচ্চিত্রে দৃশ্যের সারি বদ্ধ কুচ্কাওয়াজ কে প্রতিহত করলেন। আর বলার কথা সম্পূর্ণ ভারতীয় ধরণে। খুব সহজ উদাহরণ হতে পারতো যেমন একদা যে ধরনে 'ইন্দ্রসভা' স্তরটি গান সংযোজন করেছিল, তেমন ভাবেই উদয়শঙ্কর নৃত্যকেই কেন্দ্রীয় স্তর মনে করেছিলেন, চলচ্চিত্রের এতরকম সংস্কারের বশবর্তী হতে পারলে। কিন্তু সুখের কথা উদয়শঙ্কর শিল্পী ছিলেন আর এই চলচ্চিত্রে তাঁর পরাক্রম এতদূর বিস্তৃত ছিল যে অন্য পরে কা কথা স্বয়ং জেমস্ জয়েস তঁ

ার মেয়েকে ক্ষীণদৃষ্টি সত্ত্বেও এই ছবি দেখার অলৌকিক অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে লেখেন, He moves on the stage like a semi divine being. Believe me, there are still some beautiful things left in this poor world. উদয়শঙ্কর এছবির নির্মান কাজ সম্পন্ন করেছিলেন মাদ্রাজের জেমিনি স্টুডিওতে। সেই অভিজ্ঞতার ফলেই হয়ত ভারতীয় চলচিচত্রের প্রথম সুপার স্পেক্টাকুলার 'চন্দ্রলেখা' একটি অনুকরণ যোগ্য মডেল পেয়ে যায়।

তবু উদয়শঙ্কর ব্যালে আকুল নৃত্যপ্রতিমা সমূহ অথবা গদ্য কথকতার বদলে দেহভঙ্গিমার বিস্তার 'কল্পনা'র আসল ঐশ্বর্য নয়, আমি একথা অস্বীকার করবো না যে নির্বাক যুগে আমেরিকান কমেডি সিনেমা সেনেট বা চ্যাপলিন, কিটান যেমন শরীরের ভাষা আয়ত্ব করেছিলেন, উদয় শঙ্কর তেমনি ভাবেই মন্থন করেছিলেন ভারতীয় দেহের সারাৎসার। আর অস্বীক ার করবো না বলেই আমার মনে হয় এ ছবির মৌলিক অবদান যে তা তৃতীয় বিশ্বপ্রথম বিমূর্ততাকে সম্মুখবর্তী করে। এই চিন্তা অবিশ্বাস্য এমন কি অকল্পনীয়। ১৯৪৮ সালেই জনৈক ফরাসী নন্দনতাত্ত্বিক ও চলচিচত্রকার আলেকজান্দ্রে আস্ত্রুক চলচিচত্রের ভাষা বিষয়ে একটি যুগান্তকারী নিবন্ধ লেখেন। তার সূচনাতেই ছিল অর্সন ওয়েলসের একটি উদ্ধৃতি - "What interests me in cinema is its abstraction" উদয়শঙ্করকে হাতছানি দিয়েছিল নিরাকারের এই বাহুবন্ধন। সহজ নয় কিছুই সহজ নয়। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় সিনেমার জন্য গল্প লিখেছিলেন সিনেমারই গল্প, 'দম্পতি'। বিভূতি বাবুর মত অসামান্য প্রতিভাও কি যে ব্যর্থতার চিহ্ রেখে গেলেন। উদয় শঙ্কর ভারতে প্রথম আত্মজৈবনিকতাকে টেনে অ ানলেন সিনেমার পর্দায়। হয়তো তিনি পরীক্ষা করতে চেয়েছিলেন সিনেমার মত একটি সর্বার্থসাধক বাণিজ্য আবহে শিল্প সরস্বতীর জীবন-যাপনের সম্ভাব্যতা যাচাই করতে। একদিক থেকে দেখলে নিজেকেও শিল্প কর্মের মধ্যে সংযুক্ত করার এই যে প্রবণতা যাকে আজকাল আমরা রিফ্লেকসিবিলিটি বলছি তাই-ই কল্পনা ছবিটিকে নিছক দৃশ্যের মাধুর্য থেকে উত্তীর্ণ করেছে আত্ম পরীক্ষার জগতে। ভারতবর্ষে আজ 'পথের পাঁচালি' বা 'সুবর্ণ রেখার' মতো ছবি হয়েগেছে। আমরা জানি ক্যামেরা সম্পাদনা ও শব্দযন্ত্র কীভাবে সার্থকতার স্বাদ পেতে পারে উদয়শঙ্করের তেমন কোন অতীত ছিল না তবুও চলচিচত্রের শারীরিকতার দিক দিয়ে কল্পনা আশ্চর্য সফল। এই সফলতার সূত্রে উদয়শঙ্কর আমাদের প্রণম্য। কিন্তু যেখানে আকাশের ওপারে আকাশ, সেখানে কল্পনাপ্রতিভা ও নক্ষত্র বিহার সেখানে ভারতীয় চলচিচত্রকে পৌঁছে দেওয়ার অভিয ানে উদয়শঙ্কর আটচল্লিশ সালের পরিপ্রেক্ষিতে একাকী; প্রথম পুষ।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com